W. B. HUMAN RIGHTS COMMISSION KOLKATA - 91

NOTE SHEET

1424/WBHRC/SMC/17.

17-04-2017

The Supreme Court in the case of Laxmi vs Union of India & others reported in 2014(40SCC 427 directed framing of rules and payment of compensation of Rs.3 lakhs to the victims of acid attack. In the same case, in a further order reported in 2016 (3)SCC 669, it was recorded that that State of West Bengal fully complied with the directions.

Enclosed is the news item clipping of the Ananda Bazar Patrika, a Bengali daily dated 17.04.2017. From the report captioned "মিলছে না ক্ষতিপূরণ। অ্যাসিড-দগ্ধ মা ও ছেলের সঙ্গী আতঙ্কই" published by Ananda Bazar Patrika on 17th April, 2017 it appears neither adequate treatment was made available nor was any compensation paid. On the top of that the victim and his family are traumatised and also apprehensive of further danger once the accused is released from the jail.

1. The Chief Secretary, Govt. of West Bengal is directed to file a response why recommendation for payment of compensation as directed in the case of Laxmi (supra), should not be made.

2. The Principal Secretary, Health & Family Welfare Deptt. is directed to take adequate steps for treatment of the victim as directed in the case of Laxmi (supra).

3. The Commissioner of Police Barrackpore is directed to keep vigil as regards safety and security of the victim and his family.

Report/response be sent to the Commission by 5th June,2017.

Police Commissioner, Barrackpore is directed to serve a copy of this order upon the petitioner through the local Police Station.

(Justice Girish Chandra Gupta)
Chairperson

(Naparajit Mukherjee)
Member

(M.S. Dwivedy)
Member

Encl : 1. News Item dt.12-04-2017

2. Copies of Judgment in the case of Laxmi Vs. Union of India & Ors.- 2014(4)SCC 427&(2016)3 SCC 669.

Ld. Registrar to keep NHRC posted about cognizance taken on the subject by WBHRC.

মিলছে না ক্ষতিপূরণ

অ্যাসিড-দগ্ধ মা ও ছেলের সঙ্গী আতঙ্কই

ঋজু বসু

জোরে হাওয়া দিলেই প্ল্যাটফর্মের ধারে নড়বড়ে ঝুপড়িতে দুলে ওঠে ছেঁড়াফাটা কাপড়ের পর্দা।

আর মাকে আঁকড়ে ধরে কেঁপে ওঠে দশ বছরের ছেলেটা। গলা, বুক, পিঠ, হাত বেয়ে নেমে আসা অ্যাসিডের দগদগে ঘা অনেকটাই শুকিয়েছে। তবু আট মাস আগের দুপুরের হামলার ক্ষত সুরজিৎ কামারের মন থেকে মোছেনি।

"সত্যি বলতে, আমারও ভয় করে খুব। এ ঘরের দরজা বন্ধ করার জো নেই। কে জানে, জেল থেকে বেরিয়ে পাজি লোকটা যদি আবার আসে," থমথমে স্বরে বলেন সুরজিতের মা গীতা। বিরাটি স্টেশনের ধারে অ্যাসিড আক্রান্ত মা-ছেলের বৃত্তান্ত আনন্দবাজারে প্রকাশের পরে বিক্ষিপ্ত ভাবে কিছু সাহায্য মিলেছে। তবে নিরাপত্তাহীনতার ছবিটা পাল্টায়নি একটুও। অগস্টের দুপুরে স্টেশনের ধারে হামলাকারীর ছোড়া অ্যাসিডে মা-ছেলের দুরবস্থা নিয়ে এখনও পর্যন্ত কার্যত টনক নড়েনি প্রশাসনের।

সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী অ্যাসিড-হামলার ১৫ দিনের মধ্যেই আহতদের ন্যূনতম তিন লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ পাওয়ার কথা। গীতা-সুরজিতের ভাগ্যে কেন জুটল না তা?

"আমরা তো সব স্বরাষ্ট্র দফতরে লিখে পাঠিয়েছি," বলছেন ব্যারাকপুরের মহকুমাশাসক পীযূষ গোস্বামী। সরকারি সূত্রে বলা হচ্ছে, রাজ্য লিগ্যাল সার্ভিস অথরিটির মাধ্যমে আদালতে না-গেলে মুশকিল আসানের আশা নেই। আরও অনেক অ্যাসিড-আক্রান্তের মতো তাই শিকে ছেঁড়েনি বিরাটির মা-ছেলের কপালে।

২৬ বছরের তরুণী বধূ গীতাকে অ্যাসিড ছোড়ার অভিযোগে ধৃত পল্টু কর্মকার নামে মাঝবয়সি লোকটির বিরুদ্ধে অবশ্য চার্জশিট পেশ করেছে পুলিশ। কিন্তু সেই অভিযুক্ত জামিন পেয়ে বেরোলে কী হবে, তা ভেবেই ঘুম নেই মা-ছেলের। অ্যাসিডে জখম হওয়ার দিন কয়েক আগেও পল্টু এক বার অ্যাসিড ছুড়েছিল বলে অভিযোগ গীতার। লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়ায় সে-বার ঘরের কিছু জামাকাপড় শুধু পুড়ে যায়। "পুলিশকে জানালেও ওরা একদম গা করেনি। তখন পুলিশ যদি ওকে ধরত, তা হলে আমরা রেহাই পেতাম," বারবার বলছেন গীতা।

গীতার স্বামী মন্টু রাজমিস্ত্রির জোগাড়ে। গোটা চৈত্র কাজের অভাবে নাজেহাল। অ্যাসিডে জখম ছোট ছেলে সুরজিৎ আর তার পিঠোপিঠি দাদা শুভদীপকে নিয়ে জোড়াতালির সংসার। মা ও ভাই হাসপাতালে থাকার সময়ে শুভদীপ কিছু দিন ট্রেনে ভিক্ষে করতে বাধ্য হয়েছিল। এখন সে ফের স্কুলে যাচ্ছে। ষষ্ঠ শ্রেণির পড়ুয়া সুরজিৎ এখনও স্কুলে যেতে পারছে না। তাকে পড়াচ্ছেন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার 'পিসি-মাসিরা'। ক্ষত সারাতে ছেলেটার গলার কাছে অস্ত্রোপচার এখনও বাকি। তাড়া করে বেড়াচ্ছে স্টেশনের খোলা ঝুপড়িতে জীবনযাপনের আতঙ্কও।

"কী করে যে ছেলেটাকে স্বস্তি দেব, ভেবে ভেবে কোনও কূলকিনারা পাই না," গীতার গলায় দুর্ভাবনা।